আপনিও
হাসি ফোটাতে পারেন
একজন দুঃস্থ
অসহায় রোগীর মুখে...

রোগীকল্যাণ বার্তা

তৃতীয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০২৩। রোগীকল্যাণ সমিতি, হাসপাতাল সমাজ সেবা কার্যালয়, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল | www.rksbd.com

শুভেচ্ছাবাণী

সমাজসেবা অধিদফতরের বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মসূচী। আর এ কর্মসূচীর অধীনে রোগীকল্যাণ সমিতি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আগত দরিদ্র ও অসহায় রোগী এবং পরিত্যক্ত শিশুদের চিকিৎসায় সার্বিক সহায়তা দিয়ে থাকে। তবে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রোগীকল্যাণ সমিতি গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে রোগীদের সার্বিক কল্যাণে ভিন্নধর্মী ব্যাপক কার্যক্রমের মাধ্যমে ইতোমধ্যে দেশব্যাপী প্রসংশিত হয়েছে। তাছাড়া মৃত পুরুষ ও মহিলাদের শরিয়ত সম্মতভাবে গোসলের জন্য পৃথক মূর্ছাসেবা কেন্দ্রও এ সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের বার্ষিক এককালীন অনুদান ও সমাজের ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের আর্থিক সহায়তায় রোগীকল্যাণ সমিতি অত্র হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হতদরিদ্র রোগীদের চিকিৎসায় ঔষধ, পথ্য, পরীক্ষা-নিরিক্ষা, কাপড় চোপড়, শীতবস্ত্র, সহায়ক উপকরণসহ চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি সরবরাহ করে আসছে। সম্প্রতি সীতাকুন্ড বি এম ডিপো অগ্নিকান্ডে আহত রোগীদের সাহায্যার্থে তড়িৎবেগে রোগীদের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাতে এগিয়ে আসে যা উদাহরণ হয়ে থাকবে। তাছাড়াও হতদরিদ্র রোগীদের ডায়ালাইসিস সেবা দেয়ার জন্য এ সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। সমাজের সকল দানশীল ব্যক্তিদের গরিব রোগীদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

একাধিকবার জাতীয়ভাবে পুরস্কারপ্রাপ্ত এ সমিতির কার্যক্রম সকলের মাঝে ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে সমিতির নিউজ লেটার রোগীকল্যাণ বার্তার ৩য় সংখ্যা প্রকাশনার সাথে যুক্ত সকলকেই রোগীকল্যাণ সমিতি ও আমার পক্ষ হতে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ শামীম আহসান, এমপিএইচ
সভাপতি
রোগীকল্যাণ সমিতি , চমেক হাসপাতাল

২০২১-২২ অর্থবছরে সমিতি হতে সহায়তা পেল ৫১,৬৬৪ জন রোগী

১৯৬২ সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রতিষ্ঠা হয় রোগীকল্যাণ সমিতি। এর পর থেকে বিগত ৬০ বছরে এই সমিতি প্রায় ৪ লক্ষ হতদরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছে। এটি সমাজসেবা অধিদফতরের অধীনে সমাজসেবা কার্যক্রমের প্রাণকেন্দ্র। ৬০ বছর আগে এই সংগঠন গড়ার পিছনে যে চিন্তা ছিল তা হলো চমেক হাসপাতালে যে রোগীরা চিকিৎসা নিতে আসেন তারা বেশির ভাগই হতদরিদ্র। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারনে সমস্ত রোগীর দায়দায়িত্ব হাসপতাল কর্তৃপক্ষ নিতে পারেনা। যেহেতু হাসপাতালে আসা অসচ্ছল রোগী ও পরিত্যক্ত শিশু যাদের কোন অভিভাবক থাকেনা, তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে রোগীকল্যাণ সমিতি। এরই ধারাবাহিকতায় জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা ৫১,৬৬৪ জন। এছাড়াও রোগী কল্যাণ সমিতি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আগত অসহায়, পীড়িত, দুঃস্থ, দরিদ্র ও নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন রোগীরা যাতে চিকিৎসা সেবা যথাযথ ভাবে গ্রহন করতে পারে সে জন্য পরামর্শ, দিক নির্দেশনা এবং মনস্তাত্ত্বিক সহযোগিতাসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তিকৃত গরীব অসহায় রোগীদের ঔষধ পথ্য, চিকিৎসা সামগ্রী, চশমা ও লেন্স, রক্ত, হুইলচেয়ার, ক্র্যাচ, কৃত্রিম অংগ, শীতবস্ত্র, যাতায়াত এ্যাম্বুলেন্স ভাড়া প্রভৃতি সাহায্য দেয়া হয়। ৪র্থ পৃষ্ঠায়

দুস্থ রোগীদের সেবায়

রোগী কল্যাণ সমিতি'কে ১০ লাখ টাকা অনুদান

শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল

নগরীর চশমা হিলের বাসায় এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে রোগী কল্যাণ সমিতির কাছে অনুদানের চেক তুলে দেন নওফেল। শিক্ষা উপমন্ত্রী জানান, ক্যান্সার রোগীদের সেবায় কাজী মোহাম্মদ আলীর সঞ্চিত ৫০ লাখ টাকা অনুদানের ঘটনাটি তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। ৪র্থ পৃষ্ঠায়

উপদেষ্টা মন্ডলী

আলহাজ্ব সুফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
আলহাজ্ব মোহাম্মদ নেজাম উদ্দিন
আলহাজ্ব সফিক আহমদ (হাজী সফিক)

কার্যকরী পরিষদ

সভাপতি (পদাধিকার বলে)
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ শামীম আহসান
পরিচালক, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

সহ-সভাপতি
উপ-পরিচালক জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, চট্টগ্রাম (পদাধিকার বলে)
আলহাজ্ব ডা: তৈয়ব সিকদার
আলহাজ্ব এম. এ. মোতালেব সিআইপি
আলহাজ্ব এস. এম . মোরশেদ হোসেন

সাধারণ সম্পাদক (পদাধিকার বলে)
অভিজিৎ সাহা
সমাজসেবা অফিসার

যুগ্ম সম্পাদক (পদাধিকার বলে)
তানজিনা আফরিন
সমাজসেবা অফিসার

অর্থ সম্পাদক
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর মোস্তফা

তথ্য, প্রকাশনা ও প্রচার সম্পাদক
আলহাজ্ব হাফেজ মোহাম্মদ আমান-উল্লাহ

সাংগঠনিক সম্পাদক
ডা: এম এ মান্নান

সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
আলহাজ্ব বোরহানা কবির

পাঠাগার সম্পাদক
আলহাজ্ব জিয়াউদ্দিন খালেদ চৌধুরী

কার্যকরী সদস্য
আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম
আলহাজ্ব মাহমুদুল হাসান
আলহাজ্ব মুজিবুল হক ছিদ্দিকী
আলহাজ্ব মিনু আলম
আলহাজ্ব রোকেয়া জামান
আলহাজ্ব ডা: এম এ জাফর
আলহাজ্ব কামাল উদ্দিন আহম্মদ
আলহাজ্ব সাব্বির আহমদ
ডা: হাফসা ছালেহ
অধ্যক্ষ ড. মোহাম্মদ সানাউল্লাহ
আলহাজ্ব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
মোহাম্মদ আবছার উদ্দিন চৌধুরী
আলহাজ্ব মোহাম্মদ শাহজাহান

সম্পাদকীয়

সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম একটি দৈনন্দিন সেবাধর্মী কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের অন্যতম প্রাণশক্তি রোগীকল্যাণ সমিতি। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রোগীকল্যাণ সমিতি অত্র হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা অসহায় দরিদ্র, অজ্ঞাতনামা ও পরিত্যক্ত শিশু রোগীদের অন্যতম আশ্রয়স্থল হিসেবে এর জন্মলগ্ন থেকেই পরিচিতি পেয়েছে। সমিতির কার্যক্রম সর্বসাধারণের মাঝে প্রকাশের লক্ষ্যে রোগীকল্যাণ সমিতির মুখপত্র রোগীকল্যাণ বার্তার ৩য় সংখ্যা প্রকাশে অন্যতম প্রেরণাদাতা চমেক হাসপাতালের পরিচালক ও রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ শামীম আহসান, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়ের পরিচালক কাজী নাজিমুল ইসলাম ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয় চট্টগ্রামের উপপরিচালক মোঃ ফরিদুল আলম মহোদয়গণের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। সে সাথে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ডাঃ তৈয়ব সিকদার, মাহামুদুল হাসান, জিয়াউদ্দিন খালেদ চৌধুরী, সমাজসেবা অফিসার অভিজিৎ সাহা ও তানজিনা আফরিন, রশিদ আহমেদ আরশাদ ও নেজামুল হক চৌধুরীকে যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল রোগীকল্যাণ বার্তার ৩য় সংখ্যা। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি রোগীকল্যাণ সমিতির সকল দাতা ও শুভানুধ্যায়ী মহাপ্রাণ সমাজকর্মীদের যাঁদের আন্তরিক সহযোগিতায় রোগীকল্যাণ সমিতি তার সেবকার্য চালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে।

মহান আল্লাহতালা আমাদের সকলকে ভাল কাজের তৌফিক দান করুন। আমীন।

হাফেজ মোহাম্মদ আমান উল্যাহ
তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
রোগীকল্যাণ সমিতি, চমেক হাসপাতাল।

পরিচালকের বাণী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় একটি বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী দপ্তর। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমাজের অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত ও নিগৃহীত মানুষের সেবার অঙ্গীকার নিয়ে এ মানবকল্যাণধর্মী দপ্তরের যাত্রা। বিপন্ন মানুষ ও মানবিক সেবা প্রত্যাশি মানুষের কল্যাণ এবং সুরক্ষা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ দেশে কর্মসূচিভিত্তিক আধুনিক সমাজকর্ম পেশার প্রবর্তন ঘটে শহর উন্নয়ন ও রোগীকল্যাণকে কেন্দ্র করে। রোগীকল্যাণের লক্ষ্যে ১৯৫৭ সালে 'হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম' চালু করা হয়। পেশাদার সমাজকর্মের একটি অন্যতম শাখা এ হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম। এ সেবাকর্ম হাসপাতালে ভর্তিকৃত অসহায় রোগীদের প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিরসনে উদ্যোগী হয়। অসহায় ও দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সহায়তায় এ বিভাগাধীন পরিচালিত 'চট্টগাম হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম সমগ্র দেশের তুলনায় অনন্য। রোগীকল্যাণ সমিতি, চট্টগ্রাম এর সমন্বিত উদ্যোগের ফলে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম স্থানীয় অসহায় রোগীদের সেবায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। এ মহৎকর্ম অসহায় ও দুস্থ রোগীর সেবায় কল্যাণধর্মী মানুষের মহৎ প্রচেষ্টার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

আমি চট্টগ্রামের অসহায়, দরিদ্র ও দুস্থ রোগীদের চিকিৎসা সেবায় সরকারি ও বেসরকারি যৌথ প্রয়াসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

কাজী নাজিমুল ইসলাম
পরিচালক (উপসচিব)
বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, চট্টগ্রাম।

শুভেচ্ছাবাণী

প্রায়োগিক সমাজকল্যাণের অন্যতম শাখা হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম। আর এই কার্যক্রমের অন্যতম চালিকাশক্তি রোগীকল্যাণ সমিতি। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রোগীকল্যাণ সমিতি তার জন্মলগ্ন থেকেই একটি অনন্য সমিতি হিসেবে অসহায় চিকিৎসাপ্রার্থী মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। সরকারি অনুদানের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবান ও চিত্তবান মানুষের আর্থিক ও মানবিক সহায়তায় রোগীকল্যাণ সমিতি দীর্ঘ ৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে হতদরিদ্র রোগীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

এই সমিতির মুখপত্র রোগীকল্যাণ বার্তার ৩য় সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এর উদ্দেশ্য সফল হোক এ কামনা করছি।

মোঃ ফরিদুল আলম
উপপরিচালক
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, চট্টগ্রাম।

৪১ বছরে জমালেন ৫০ লাখ, পুরোটাই ১৮ বছরের নিচে ক্যানসার আক্রান্তদের চিকিৎসায় রোগী কল্যাণ সমিতিতে দান

কখনও নাশতা খরচ আবার কখনও গাড়ি ভাড়া বাঁচিয়ে টাকা জমিয়েছেন টিনের কৌটায়। এক টাকা, দুই টাকা কখনও ১০০ টাকা। ৪১ বছরে জমানো টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫০ লাখ। ওই টাকা ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার জন্য দান করে অনন্য নজির স্থাপন করলেন ৮০ বছর বয়সী কাজী মোহাম্মদ আলী। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার বাসিন্দা মোহাম্মদ আলী থাকেন নগরীর পাঁচলাইশ থানার মুরাদপুর হামজারবাগ এলাকায়। পৈতৃক বাড়ির একতলা ঘরে দুই ছেলে ও দুই পুত্রবধূ নিয়ে বসবাস করেন তিনি। সম্প্রতি সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকে ওয়াক্‌ফ হিসাব খুলে ৫০ লাখ টাকা জমা দিয়েছেন। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ওয়াক্‌ফ হিসাবের কাগজপত্র চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির কাছে হস্তান্তর করেন। ওয়াক্‌ফ হিসাবের মূল টাকা ব্যাংক থেকে তুলতে পারবেন না মোহাম্মদ আলী বা তার স্বজন এমনকি রোগী কল্যাণ সমিতি। কেবল বছর শেষে মুনাফা পাবে সমিতি। রোগী কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরে মুনাফার টাকা তোলা যাবে। ওই টাকায় চিকিৎসা হবে ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের। মোহাম্মদ আলী বলেন, 'আমার নানা ক্যানসারে মারা গেছেন, আমার মা হোসনে আরা বেগম ক্যানসারে মারা গেছেন। আমার ছোট বোনের মেয়ে নাহিদা সোমাও ক্যানসারে মারা গেছে। এ নিয়ে আমার মনে একটা কষ্ট আছে। আমি যদি ক্যানসার আক্রান্তদের জন্য কিছু করতে পারি, তাহলে আমার মনের কষ্ট দূর হবে। এজন্য মূলত টাকাটা জমিয়েছি।' তিনি বলেন, 'আমার এসব টাকা ১৮ বছরের নিচে ক্যানসার আক্রান্তদের চিকিৎসায় ব্যয় হবে। কেননা আমি চিকিৎসকদের কাছে শুনেছি, শিশুদের ক্যানসার নিরাময়যোগ্য। যদি তারা ঠিকমতো ওষুধ ও চিকিৎসা পায় তাহলে সুস্থ হয়ে যায়। ক্যানসারের ওষুধ অনেক দামি। গরিব শিশুদের ক্ষেত্রে ক্যানসার চিকিৎসার ব্যয় বহন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাই ১৮ বছরের নিচে ক্যানসার আক্রান্তদের ক্ষেত্রে টাকাটা ব্যয় করতে বলেছি। তারা যদি চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে মা-বাবার কাছে ফিরে তাহলে আমার কষ্ট সার্থক হবে।' মোহাম্মদ আলী বলেন, '১৯৬৬ সালে বেসরকারি ওষুধ কোম্পানি তৎকালীন ফাইজারে বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে চাকরি নিয়েছিলাম। এরপর ১৯৮০ সাল থেকে কিছু টাকা জমানো শুরু করি। কখনও গাড়ি ভাড়ার খরচ বাঁচিয়ে আবার কখনও নাশতা খরচ বাঁচিয়ে গোপনে এই টাকা জমিয়েছি। বাড়িতে একটি টিনের কৌটায় টাকা জমাই। ২০০০ সালে যখন টাকার অঙ্ক বড় হয় তখন মা-বাবার নামে 'কাজী অ্যান্ড হোসেন ফাউন্ডেশনে' একটি হিসাব নম্বর খুলে টাকা জমা করি। আমার স্বপ্ন ছিল, ২০২১ সালের মধ্যে ৫০ লাখ টাকা জমা করে ক্যানসার আক্রান্তদের চিকিৎসা সহায়তায় দান করবো। এরই মধ্যে আমার অনেক পরিচিত ব্যক্তিবর্গ এখান থেকে টাকা নিয়ে ব্যবসা করেছেন। ব্যবসায় লাভ হওয়ার পর তারা ব্যাংক থেকে যে পরিমাণ মুনাফায় টাকা পেতেন একই পরিমাণ মুনাফা আমাকে দিয়েছেন। কেউ কেউ খুশি হয়ে আরও বেশি দিয়েছেন। এভাবে ৪১ বছরে ৫০ লাখ টাকা জমা হলো। ২০২১ সালে টাকাটা ক্যানসার আক্রান্তদের সহায়তায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতিতে জমা দিই। সপ্তাহখানেক আগে ওয়াক্‌ফ হিসাবের কাগজপত্র সমিতির কাছে হস্তান্তর করেছি।' তিনি বলেন, '২০০৫ সালে বিক্রয় ব্যবস্থাপক পদ থেকে অবসরে যাই।

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়

চমেক হাসপাতালে ডায়ালাইসিস সেবা নিচ্ছেন প্রফুল্ল কুমার নাথ

ডায়ালাইসিস করতে গিয়ে তাঁরা সর্বস্বান্ত, পাশে দাঁড়াল চমেক রোগী কল্যাণ সমিতি

প্রণব বল : সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল মো. আলমগীরের (৪৫)। তিনি বিদেশে ছিলেন। ভালোই আয় ও সঞ্চয় হচ্ছিল তাঁর। কিডনির রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁকে ২০১৪ সালে দেশে ফিরে আসতে হয়। চিকিৎসার পেছনে ব্যয় হতে থাকে তাঁর সঞ্চয়। ২০১৭ সাল থেকে শুরু হয় ডায়ালাইসিস। মাসে আটবার ডায়ালাইসিস, ওষুধ, রক্ত– এসবের ব্যয় মেটাতে গিয়ে একসময় নিঃস্ব হয়ে পড়েন আলমগীর। এখন তিনি পথের ভিখারি। আলমগীরের স্ত্রী ও দুই ছেলে-মেয়ে আছে। জীবন বাঁচাতে, সংসার চালাতে স্ত্রী শামসুন নাহারকে সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রাম নগরের বহদ্দারহাট খাজা রোড, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকায় ভিক্ষা করেন আলমগীর। ডায়ালাইসিস করাতে গিয়ে আলমগীরের মতো আরও অনেককে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়েছেন।

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের বিএম কন্টেইনার ডিপোতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড:

আহত রোগীদের পাশে রোগীকল্যাণ সমিতি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের সোনাইছড়ি ইউনিয়নের বিএম কন্টেইনার ডিপোতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে আহত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের ওয়ার্ড-২৪ শে চিকিৎসাধীন বিএম কন্টেইনার ডিপোর ড্রাইভার আব্দুর রহমান, বয়স-২২, নাফুরা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম কে রোগী কল্যাণ সমিতি চমেকহা হতে দগ্ধ ক্ষত সারাতে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী মূল্যবান VAC Machine প্রদান করা হয়। এছাড়াও বিএম কনটেইনার ডিপুতে অগ্নিকাণ্ডে আহত অন্যান্য রোগীদের নিয়মিত ঔষধ পত্র প্রদান করে রোগী কল্যাণ সমিতি।

দুস্থ রোগীদের সেবায় ১০ লাখ টাকা অনুদান

১ম পৃষ্ঠার পর

এছাড়া সমাজে অসহায়দের সেবায় সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে এগিয়ে আসারও আহ্বান জানান তিনি। চট্টগ্রামের কাজী মোহাম্মদ আলী সম্প্রতি নিজের সঞ্চয়ের ৫০ লাখ টাকা শিশুদের ক্যান্সার চিকিৎসার দান করেছেন। চট্টগ্রাম ৯ আসনের সংসদ নওফেল বলেন, "সর্বশেষ আমি যখন রোগী কল্যাণ সমিতির একটি অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম মেডিকেলে যাই, তখন জেনেছি কাজী মোহাম্মদ আলী নিজের জীবনের বহু কষ্টের সঞ্চয় ৫০ লক্ষ টাকা ১৮ বছরের কম বয়সী ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসায় রোগী কল্যাণ সমিতিকে দান করেছেন। নওফেল বলেন, "তিনি (কাজী মোহাম্মদ আলী) এই টাকা সঞ্চয় করতে গিয়ে চাকরি জীবনে অনেক বেলা দুপুরের খাবার পর্যন্ত খাননি। তার এই মহৎ উদ্যোগ দেখে আমি উদ্বুদ্ধ হই এবং সিদ্ধান্ত নিই যে উনার মত না হলেও ক্ষুদ্র কিছু অর্থ রোগী কল্যাণ সমিতিতে অনুদান হিসেবে দেব। তারই অংশ হিসেবে রোগী কল্যাণ সমিতিকে দশ লক্ষ টাকা দিলাম।" চট্টগ্রামের হামজারবাগের বাসিন্দা ৮০ বছর বয়সী কাজী মোহাম্মদ আলী ছিলেন একটি বেসরকারি ওষুধ কোম্পানির ব্যবস্থাপক। ২০০৫ সালে তিনি চাকরি থেকে অবসরে যান। ৪০ বছর ধরে তিনি ওই টাকা জমিয়েছিলেন। গত বছরের এপ্রিলে তিনি ব্যাংকে একটি ওয়াকফ হিসাব খুলে ৫০ লাখ টাকা তাতে জমা করেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির নামে। প্রতি বছরে ওই ৫০ লাখ টাকা থেকে পাওয়া মুনাফা ১৮ বছরের কম বয়সী ক্যানসার রোগীদের চিকিৎসায় ব্যয় করবে রোগী কল্যাণ সমিতি। কাজী মোহাম্মদ আলীর নানা, মা ও এক ভাগ্নি ক্যান্সারে মারা গিয়েছিলেন। নওফেল জানান, দলীয় নেতা-কর্মীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ আছে, আপদে-বিপদে মানুষের পাশে থাকার জন্য। "আমি মনে করি এই অনুদান প্রদানের মাধ্যমে আমি বঙ্গবন্ধু কন্যার নির্দেশও পালন করেছি। এও মনে করি জনাব কাজী মোহাম্মদ আলীর এই দানে উৎসাহী হয়ে বিত্তশালীদের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ সাধারণ মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসবে। আর এর মাধ্যমে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ তৈরি হলে সরকারের ওপর চাপও অনেকটা কমবে এবং সাধারণ মানুষ অনেক বেশি উপকৃত হবে।" চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সভাপতি, হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ শামীম আহসান এবং সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও সমাজসেবা অফিসার অভিজিৎ সাহা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া রোগী কল্যাণ সমিতির সহসভাপতি সৈয়দ মোরশেদ হোসেন, তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক হাফেজ মোহাম্মদ আমান উল্ল্যাহ, পাঠাগার সম্পাদক জিয়াউদ্দিন খালেদ চৌধুরী, কাজী মোহাম্মদ আলী এবং সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের এর ব্যবস্থাপক খোদা বকস তৌহিদ, চমেক হাসপাতাল ইন্টার্ন চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি ডা. সৌমিক বড়ুয়া ও সাধারণ সম্পাদক ডা. মুশফিকুন ইসলাম আরাফ উপস্থিত ছিলেন এ সময়।

২০২১-২২ সালে সহায়তা পেল ৫১,৬৬৪ জন রোগী

১ম পৃষ্ঠার পর

উল্লেখ্য, রোগীকল্যাণ সমিতির হতে নবজাতক বিভাগ ওয়ার্ড-৩২ এর উন্নয়নে ৫টি সিরিঞ্জ পাম্প, ৫টি এল ই ডি ফটো থেরাপি মেশিন, ১০০টি অক্সিজেন ফ্লো মিটার, ২টি নেবুলাইজার মেশিন এবং রোগীর স্বজনদের বসার জন্য ১০টি এস এস লং চেয়ার প্রদান করা হয। এছাড়াও ২৫ জন সার্জারীর রোগী শারীরিক প্রতিবন্ধী কে হুইলচেয়ার, ২০ জন কে ক্র্যাচ, ১৭জন প্রতিবন্ধী শিশুকে স্পেশাল চেয়ার। শিশু রোগ বিভাগ ওয়ার্ড-৯ ও ওয়ার্ড -৮ এ ৬টি নেবুলাইজার মেশিন এবং ক্যান্সার ওয়ার্ড এর একজন রোডিও থেরাপি টেকনেশিয়ানের প্রতিমাসে ১০,০০০/- টাকা বেতন প্রদান করে আসছে।

এছাড়াও কিডনি রোগ বিভাগের রোগী কল্যাণ সমিতির ৪টি HDU বেড স্থাপনের সহায়তাকার্য চলমান রয়েছে।

দুস্থ রোগীদের ভরসার প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রোগীকল্যাণ সমিতি

চমেক হাসপাতালে দুস্থ রোগীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

রোগীদের চিকিৎসা সহায়তার পাশাপাশি প্রতিবছর দুস্থ রোগীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করে থাকে। অন্যান্য বারের মতো জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০২৩ উপলক্ষে ১৫ জানুয়ারি সকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সম্মেলন কক্ষে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রোগীকল্যাণ সমিতির পক্ষ হতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসাধীন দুঃস্থ রোগীদের মাঝে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল বিতরণ করেন রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতি ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম আহসান। এ সময় তিনি বলেন, অসহায় শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো সামর্থ্যবানদের নৈতিক দায়িত্ব। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগী এসময় সবচেয়ে বেশি অসহায় থাকেন। একদিকে চিকিৎসা ব্যয় মেটানো অন্যদিকে শীতের প্রকোপ থেকে নিজেকে রক্ষা করা একজন দরিদ্র রোগীর জন্য খুবই কষ্টকর। এমতাবস্থায় রোগীকল্যাণ সমিতি চিকিৎসা, ঔষধ, পথ্য ও উপকরণ সহায়তার পাশাপাশি শীত নিবারণের জন্য কম্বল বিতরণের মতো মহৎ কাজ করছে। অসহায় রোগীদের সার্বিক সহায়তায় রোগীকল্যাণ সমিতির পাশে থাকায় তিনি ইউনাইটেড ট্রাস্ট ও মেমোরি লুঙ্গি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন কল্যাণমুখী কার্যক্রমের মধ্যে অন্য হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের অধীন রোগীকল্যা সমিতি তার বৈচিত্র্যময় সেবার জন্য সমগ্র বাংলাদেশে ইতোমধ্যে বেশ পরিচিতি পেয়েছে। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চমেক হাসপাতালের উপপরিচালক ডা. অংসুই প্রু মারমা, সহকারী পরিচালক ডা. জাহাঙ্গীর আলম, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মো. মোছলেহ উদ্দিন, সমাজসেবা অফিসার অভিজিৎ সাহা, তানজিনা আফরিন, রোগীকল্যাণ সমিতির তথ্য প্রকাশনা ও প্রচার সম্পাদক হাফেজ মোহাম্মদ আমান উল্যাহ, পাঠাগার সম্পাদক জিয়াউদ্দিন খালেদ চৌধুরী, কার্যকরী পরিষদ সদস্য মিনু আলম, মো: আবছার উদ্দিন চৌধুরী, ইউনাইটেড ট্রাস্টের সমন্বয়কারী মোহাম্মদ ফয়সাল ভূঁইয়া, আশরাফ উদ্দিন নিপুন, জিয়াউল হক মিলনসহ আরও অনেকে।

পরিত্যক্ত শিশু ও অজ্ঞাতনামা রোগীদের পাশে রোগীকল্যাণ সমিতি

পরিত্যক্ত শিশু ও অজ্ঞাতনামা রোগীদের পাশে রোগীকল্যাণ সমিতি। ২০২২ সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৫ জন পরিত্যক্ত শিশু কে রোগী কল্যাণ সমিতি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হতে ল্যাকটোজেন দুধ, ফিডার ফ্লাস্ক ডায়াপার জামা কাপড় ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ঔষধ পত্র প্রদান করা হয় এবং ৪টি শিশুকে সরকারি শিশু নিবাস বেবি হোমে লালন পালনের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও ৪০ জনের অধিক অজ্ঞাতনামা রোগীদের ঔষধ পত্র ও পরিবারে ফিরে দিতে প্রচারনা করা হয় এবং বেশ কয়েকজন কে তার পরিবার ফিরে পায়।

PACIFIC JEANS FOUNDATION
জীবন পরিবর্তনে অঙ্গীকারবদ্ধ

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হৃদরোগ বিভাগ ওয়ার্ড-১২ এ চিকিৎসাধীন কাজী সুজাউল করিম, মধ্যম সলিমপুর, সীতাকুণ্ড নিবাসী রোগীকে হার্টের রিং বসানো সার্জারি বিল বাবদ ৫০,০০০/- টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচেছ Pacific Jeans Foundation হতে।

দীর্ঘ ৫ বছর ধরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা সীতাকুণ্ড উপজেলার রোগীদের রোগীকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে আসছে প্যাসিফিক জিন্স ফাউন্ডেশন। প্রতি মাসে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সার্জারি, ক্যান্সার, গাইনী, হৃদরোগ ও মেডিসিন সহ বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসাধীন শতাধিক রোগীর ঔষধ পত্র, পরীক্ষা নিরীক্ষা, ডায়ালাসিস ফি ও সার্জারি সামগ্রী বাবদ Pacific Jeans Foundation হতে অর্থ প্রদান করা হয়। এভাবে ২০১৮ সালের মে মাস হতে আজ অব্দি প্রতি মাসে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সীতাকুণ্ডবাসী দুঃস্থ দরিদ্র ও অসহায় রোগীদেরর চিকিৎসার জন্য নিয়মিত আর্থিক সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে Pacific Jeans Foundation .

হাতে নগদ মাত্র দুইশত টাকা চিকিৎসা শেষে পূর্ণবাসন হলো খাগড়াছড়ির মংসা মগ'র

মাত্র দুইশত টাকা নিয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরোসার্জারি বিভাগে (ওয়ার্ড-২৮) ভর্তি হন খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার কমলছড়ি ইউনিয়নের মংসা মগ। বয়স ৩৪। পেশায় দিনমজুর। মংসা ২০২২ সালের জুলাই মাসের কোন একসময় ঝুমের পাহাড় হতে কাঠ নিয়ে আসার পথে পাহাড় থেকে পড়ে কোমড়ের হাড় ভেঙ্গে গুরুতর আহত হন। খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা হয়। পরে তাকে রেফার করে পাঠানো হয় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের চিকিৎসকদের পরামর্শে তিনি যোগাযোগ করেন রোগীকল্যাণ সমিতির সাথে। এরপর রোগীকল্যাণ সমিতি তাঁর আর্থিক ও পারিবারিক অবস্থার খোঁজ নিয়ে তাঁর সমস্ত চিকিৎসার দায়িত্ব নেয়। তাঁর বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ঔষধপত্রের যাবতীয় ব্যবস্থাসহ চিকিৎসকবৃন্দের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে রোগীকল্যাণ সমিতি। সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ডাঃ নোমান খালেদ চৌধুরীর সহযোগিতায় ১৭ আগস্ট তাঁর কোমড় ও মেরুদন্ডে ৪ ঘন্টা ব্যাপী এক জটিল অপারেশন হয়। সফল অপারেশনের পর কয়েকদিন চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে থাকেন। পরে তাঁকে হাসপাতাল হতে রিলিজ দেয়া হলে তিনি আবারও পড়েন আরেক বিড়ম্বনায়। হাতে কোন টাকা নেই, কিভাবে যাবেন বাড়ীতে। রোগীকল্যাণ সমিতি তাঁর বাড়ী খাগড়াছড়ি যাওয়ার জন্য নগদ আর্থিক সহায়তা করে । রোগী পূর্বের তুলনায় সুস্থ হলেও চিকিৎসকের ভাষ্য মোতাবেক আর কখনও শারীরিক পরিশ্রম করা সম্ভব হবে না তাঁর। এমতাবস্থায় খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার নিকট আর এস এস কার্যক্রমের আওতায় মংসা মগকে পূর্ণবাসনের অনুরোধ জানিয়ে চমেক হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয় হতে পত্র প্রেরণ করা হয় এবং খাগড়াছড়ি জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালকের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করে রোগীর জন্য সহায়তা চাওয়া হয়। খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় হতে মংসা মগকে অপারেশন পরবর্তী ঔষধপত্র ক্রয়ের জন্য নগদ ৫০০০ টাকা সহায়তা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার জন্য ২০০০০ টাকা সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে স্থানীয় হাটে সবজি বিক্রয়ের একটি দোকানের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। মংসা মগ এখন খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ব্যবসা চালিয়ে স্বচ্ছল জীবন যাপন করছেন ।

---

৪১ বছরে জমালেন ৫০ লাখ, ক্যানসার আক্রান্তদের চিকিৎসায় রোগী কল্যাণ সমিতিতে দান

৩য় পৃষ্ঠার পর

দুই ছেলে ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে হামজারবাগ এলাকার বাসায় থাকি। দুই ছেলে ব্যবসা করে। দুই পুত্রবধূ ব্যাংকার। আমরা ভালো আছি।' শ্বশুরের এই মহতী কাজে খুশি পুত্রবধূ নাসরিন আকতার ও তিরবিজ আকতার। পুত্রবধূ তিরবিজ আকতার বলেন, 'শ্বশুরের জমানো টাকায় ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা হবে, এটা অত্যন্ত খুশির খবর। এই টাকায় ক্যানসার আক্রান্ত কোনও ব্যক্তি যদি সুস্থ হয় তাহলে শ্বশুরের কষ্ট সার্থক হবে।' রোগী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ সাহা বলেন, 'প্রথমে ভাবতেই পারিনি একজন মধ্যবিত্ত অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি এত টাকা দান করবেন। এটি একটি নজির। বিষয়টি অন্যদের উৎসাহিত করবে। তার দেওয়া অর্থ দিয়ে এক বছরে তিন জন ক্যানসার আক্রান্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা দেওয়া যাবে। একই সঙ্গে তাদের যাবতীয় ওষুধ দেওয়া যাবে।' চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. শামীম আহসান বলেন, 'এই অনুদানের টাকা ১৮ বছরের নিচে দরিদ্র ক্যানসার আক্রান্তদের ক্ষেত্রে ব্যয় হবে। মধ্যবিত্ত একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির এই দান আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। সমাজে এখনও ভালো মানুষ রয়েছেন। আমরা মোহাম্মদ আলীকে সাধুবাদ জানাই।'

ডায়ালাইসিস করতে গিয়ে তাঁরা সর্বস্বান্ত, পাশে দাঁড়াল চমেক রোগী কল্যাণ সমিতি

৩য় পৃষ্ঠার পর

এমন পাঁচ ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়েছে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতি। আগামী ছয় মাস তাঁদের বিনা মূল্যে হাসপাতালে নতুন চালু হওয়া মেশিনে ডায়ালাইসিসের ব্যবস্থা করেছে সমিতি। এ ছাড়া একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকেও সমিতি একই সুবিধা দেবে। এ জন্য প্রতিজনের পেছনে সমিতির খরচ হবে ২০ হাজার টাকা করে। মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে ছিলেন। সেখানে থাকাকালে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিন বছর আগে দেশে ফিরে আসেন। এখন তিনি স্ত্রী ও দুই মেয়ে ফটিকছড়ির গ্রামের বাড়িতে থাকেন। ভিক্ষা করে চলেন। তিনি বলেন, 'বিদেশে থাকাকালে আমার সংসার ভালোভাবেই চলছিল। দেশে ফিরে আসার পর ডায়ালাইসিস শুরু করতে হয়। চিকিৎসা, ডায়ালাইসিস, আসা-যাওয়া, খাওয়া– সবকিছু মিলে প্রতি মাসে ৪০ হাজার টাকা করে খরচ হতে থাকে। এখন আমি নিঃস্ব। গাড়িতে ভিক্ষা করি। এলাকার মানুষের কাছে হাত পাতি।' হালিশহরের মো. নুরুন্নবী একসময় পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। এখন তিনি নিজ এলাকায় ভিক্ষা করেন। তাঁর মাসে আটটি ডায়ালাইসিস দরকার হয়। পাঁচ বছর ধরে ডায়ালাইসিস চলছে। চিকিৎসাবাবদ মাসে তাঁর খরচ হয় ১৫ হাজার টাকা। তিনি বলেন, 'হালিশহরে গার্মেন্টসের পাশে বসে থাকি। মানুষের কাছে টাকাপয়সা চাই। এভাবে কোনোরকমে এখনো বেঁচে আছি।' সন্দ্বীপের বাসিন্দা ইলিয়াস এইচএসসি পাস করে গার্মেন্টসে চাকরি নেন। পরে তিনি কিডনি রোগে আক্রান্ত হন। ২০১৯ সাল থেকে তাঁর ডায়ালাইসিস শুরু হয়। এখন তিনি মানুষের কাছ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মো. মামুনও অসহায়। তাঁর পাশেও এসে দাঁড়িয়েছে রোগী কল্যাণ সমিতি। সমিতির উদ্যোগে তাঁকে বিনা মূল্যে চমেকের মেশিনে ডায়ালাইসিস-সুবিধা দেওয়া হবে। রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্যসচিব সমাজসেবা কর্মকর্তা অভিজিৎ সাহা বলেন, 'ডায়ালাইসিসের খরচ বেড়ে যাওয়ায় এই রোগীরা বিপাকে পড়েন। অনেকের ডায়ালাইসিস বন্ধ হয়ে যায়। এখন সমিতির সহায়তায় তাঁদের বিনা খরচে ডায়ালাইসিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

(দৈনিক প্রথম আলো ১৭ জানুয়ারি ২০২৩)

রোগীকল্যাণ সমিতির কার্যক্রমের কিছু স্থির চিত্র

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নবাগত পরিচালক ও রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতি, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ শামীম আহসান-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে রোগী কল্যাণ সমিতির কার্যকরী পরিষদের সদস্য বৃন্দ।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দুস্থ দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের সহায়তায় মরহুম প্রফেসর ডাঃ এল. এ. কাদেরীর আমেরিকা প্রবাসী সুযোগ্য কন্যা ড. সনিয়া কাদেরী

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু রোগ বিভাগ ওয়ার্ড-৯ এবং ওয়ার্ড-৮ এ রোগীকল্যাণ সমিতি হতে ৬টি Nebulizer machine প্রদান

জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৩ সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মাননা স্মারক প্রাপ্ত হন রোগী কল্যাণ সমিতির তথ্য প্রকাশনা ও প্রচার সম্পাদক আলহাজ্ব হাফেজ মোহাম্মদ আমান উল্লাহ।

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের বিএম কন্টেইনার ডিপোতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে আহত রোগীদের চিকিৎসা সহায়তায় রোগী কল্যাণ সমিতি চমেকহার তহবিলে AB Bank এর পক্ষ থেকে সহায়তার চেক এবং ঔষধ পত্র প্রদান।

রোগীকল্যাণ সমিতি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী (নওফেল) এমপি, উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সভাপতি, হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

দুঃস্থ দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসায় Inner Wheel Club of Lushai Hills District -345 পক্ষ হতে সহায়তা।

সার্জারির রোগীর জন্য তার পিতার নিকট ১টি হুইলচেয়ার চেয়ার প্রদান করেন জেলা সমাজসেবা কার্যালয় চট্টগ্রাম এর উপ পরিচালক মোঃ ফরিদুল আলম।

সমাজসেবা অধিদফতর ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে আয়োজিত ৩২ তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসে "দূর্যোগকালীন সময়ে প্রবীণদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ক্যাটাগরীতে প্রবীণ সম্মাননা পেলেন রোগী কল্যাণ সমিতি র সহসভাপতি ডা: তৈয়ব সিকদার।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সীতাকুণ্ডের রোগীদের চিকিৎসায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে Pacific Jeans Foundation.

আত্মমানবতার সেবায়
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রোগী কল্যাণ সমিতি

রোগীকল্যাণ বার্তা

Web Site : www.rksbd.com
https//www.রোগী কল্যাণ সমিতি চমেকহা...
E-mail : rksctg2015@ gmail.com

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে
শেখ রাসেল স্ক্যানু : নবজাতকদের স্বাস্থ্য সেবা

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নবজাতক বিভাগ তথা শেখ রাসেল স্ক্যানু বাংলাদেশে নবজাতকদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে অন্যতম বৃহত্তম সেন্টার। এটি সরকারী পর্যায়ে চট্টগ্রাম জেলা এবং চট্টগ্রামের বাইরে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও ফেনী অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক নবজাতকের জন্য একমাত্র রেফারেল সেন্টার। এছাড়া নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চল থেকেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অসুস্থ নবজাতক এখানে রেফার করা হয়। সরকারিভাবে মাত্র ৩২ বেডের সংস্থান থাকলেও দৈনিক গড়ে প্রায় দেড় শত রোগী এই বিভাগে সেবা পেয়ে থাকে।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সরকারি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি ইউনিসেফ, জাইকা, ইউ এস এইড প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য দাতাগোষ্ঠী এই বিভাগের সেবার পরিধি ও মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই পর্যায়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতি বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর সহায়তায় অন্যান্য বিভাগের মতো নবজাতক বিভাগেও সহযোগিতার ধারা অব্যাহত রেখে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালের শেষ কোয়ার্টারে রোগী কল্যাণ সমিতি এই বিভাগে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঅবদান রাখে।

শুধু প্রয়োজন একটু ত্যাগ স্বীকার
একটুখানি সহৃদয়তা

মানুষের প্রতি বিশ্বাস আর ভালোবাসাই
মানুষের সবচেয়ে বড় অবলম্বন

আপনার দান ও যাকাতের অর্থ প্রেরণ করতে পারেন

তহবিলের নাম	হিসাব নং	ব্যাংকের নাম
রোগীকল্যাণ সমিতি (দান হিসাব) ঃ	হিসাব নং ঃ০২০০০০২৯৭৬৬৪২	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড মেডিকেল কলেজ শাখা, চট্টগ্রাম
	হিসাব নং ঃ ১৪২২৩০১০০০০০০৪৪৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড মেডিকেল কলেজ শাখা, চট্টগ্রাম
রোগীকল্যাণ সমিতি (যাকাত হিসাব) ঃ	হিসাব নং ঃ০২০০০০৩০৪৬০১৩	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড মেডিকেল কলেজ শাখা, চট্টগ্রাম
	হিসাব নং ঃ ১৪২২৩০১০০০০০০১৪৮	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড মেডিকেল কলেজ শাখা, চট্টগ্রাম

যোগাযোগ

সভাপতি : রোগীকল্যাণ সমিতি
মোবাইল : +৮৮০ ০১৭৬৯২৪৭৫৬৮
ফোন : ০২৩৩৩৩৩৬৬০৩৭

সাধারণ সম্পাদক : রোগীকল্যাণ সমিতি
ওয়ার্ড নং-৭, কক্ষ নং-২৪১, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল
মোবাইল : +৮৮০ ০১৭০৮৪৯৪৬০৪, ফোন : ০২৩৩৩৩৩৬৬০৩৭

রোগীকল্যাণ সমিতি
হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বাংলাদেশ
www.rksbd.com

মূলত রোগী কল্যাণ সমিতির সহ-সভাপতি ডা. তৈয়ব সিকদার এই উদ্যোগের সূচনা করেন। তিনি স্বতপ্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন সময় নবজাতক বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং এই বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডা. মোহাম্মদ শাহীনের সাথে পরামর্শক্রমে অগ্রগণ্য চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ করেন। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সম্মানিত পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম আহসানের সাগ্রহ পৃষ্ঠপোষকতায় এই তৎপরতা আরো বেগবান হয়। পরবর্তীতে ডাঃ তৈয়ব সিকদারের অদম্য প্রচেষ্টার সাথে রোগী কল্যাণ সমিতির অন্যতম কার্যকরী সদস্য জনাব মাহমুদুল হাসান ও অন্যান্যরা ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে যুক্ত হন। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দাতাগোষ্ঠীর সহায়তায় এই বিভাগে পর্যায়ক্রমে ১০০ টি অক্সিজেন ফ্লো মিটার, ৬ টি আধুনিক এল ই ডি ফটোথেরাপি মেশিন, ৫ টি সিরিঞ্জ পাম্প, ২ টি নেবুলাইজার এবং প্রসবোত্তর দুঃস্থ মা ও রোগীর এটেন্ডেন্টদের বিশ্রাম ও বসার জন্য ১০ টি বেঞ্চ প্রদান করা হয়। রোগী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও সমাজসেবা অফিসার অভিজিৎ সাহা'র আন্তরিক ভূমিকা এক্ষেত্রে উল্লেখের দাবি রাখে।

এতে করে নিশ্চিতভাবেই অসুস্থ নবজাতকদের সেবার ব্যাপ্তি ও মান বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য এই বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিজস্ব অর্থায়নের মাধ্যমে বেশ কিছু যন্ত্রপাতি এবং ওয়ার্ডের বাইরে যথেষ্ট সংখ্যক সিংগেল চেয়ার ও ওয়ার্ডের ভেতর মায়েদের ব্রেস্টফিডিং ও বিশ্রামের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেড-সাইড চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় প্রতিটি মায়ের বিশ্রাম ও আরামের ব্যবস্থা হওয়ায় সেবা গ্রহীতাদের চোখে-মুখে সন্তুষ্টির ছাপ সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ী। এর সাথে সুপরিকল্পিত বেড এরেঞ্জমেন্ট যুক্ত হয়ে গত কয়েক মাসের মধ্যে এই হাসপাতালের শেখ রাসেল স্ক্যানু সন্তোষজনক ও অধিকতর উন্নত সেবাদানের প্রত্যয়ে একটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

উপদেষ্টা ঃ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: শামীম আহসান এমপিএইচ, পরিচালক, চমেক হাসপাতাল। কাজী নাজিমুল ইসলাম, বিভাগীয় পরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর। মো: ফরিদুল আলম, উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, চট্টগ্রাম। ডা: তৈয়ব সিকদার, সহ-সভাপতি, রোগী কল্যাণ সমিতি। আলহাজ্ব বোরহানা কবির, আলহাজ্ব জিয়াউদ্দিন খালেদ চৌধুরী, আলহাজ্ব মুজিবুল হক ছিদ্দিকী, আলহাজ্ব মিনু আলম, কার্যকরী সদস্য, রোগী কল্যাণ সমিতি।
সম্পাদনা পরিষদ ঃ হাফেজ মোহাম্মদ আমান উল্লাহ, মাহমুদুল হাসান, অভিজিৎ সাহা, তানজিনা আফরিন, রশিদ আহমদ এরশাদ, মোহাম্মদ নেজামুল হক চৌধুরী।
প্রকাশক ঃ রোগীকল্যাণ সমিতি, হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর পক্ষে মাহমুদুল হাসান। প্রকাশক কর্তৃক স্বত্ত সংরক্ষিত।

পৃষ্ঠপোষকতায় :
PACIFIC JEANS FOUNDATION